ইজিবাইক আটকানোর প্রতিবাদে দামুড়হুদায় মহাসড়ক অবরোধ, সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর প্রত্যাহার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ইজিবাইক আটক ও জরিমানা আদায়ের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ইজিবাইক চালকেরা।

রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা-দর্শনা মহাসড়কের দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ অবরোধ চলে। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) আশ্বাসে সাড়ে চার ঘণ্টা পর অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন চালকেরা।

স্থানীয় সূত্র ও ইজিবাইক চালকদের অভিযোগ, চুয়াডাঙ্গা বাস মালিক সমিতির উদ্যোগে পুলিশের সহায়তায় দীর্ঘদিন ধরে দামুড়হুদার ফকিরপাড়া এলাকায় মহাসড়কে ব্যারিকেড দিয়ে দামুড়হুদা থেকে চুয়াডাঙ্গাগামী ইজিবাইকের চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। ওই এলাকায় ইজিবাইক থেকে যাত্রী নামিয়ে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার ইজিবাইকে তুলে দেওয়া হয়।

চালকদের অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে ইজিবাইক আটক করে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় রাখা হয়। পরে প্রতিটি গাড়ির জন্য ২ হাজার ৬৫০ থেকে ২ হাজার ৮০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আদায় করে ছেড়ে দেওয়া হয়। গাড়ি আটকের পাশাপাশি কোনো কোনো সময় চালকদের মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তারা।

এসব ঘটনার প্রতিবাদে এবং ফকিরপাড়া এলাকায় দেওয়া ব্যারিকেড তুলে ইজিবাইক চলাচলের সুযোগ দেওয়ার দাবিতে রোববার সকালে বিক্ষোভ শুরু করেন চালকেরা। প্রথমে দামুড়হুদা মিনি স্টেডিয়াম মাঠে শতাধিক ইজিবাইক নিয়ে তারা জড়ো হন। পরে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় চুয়াডাঙ্গা-দর্শনা মহাসড়কে অবস্থান নেন।

এতে মহাসড়কের দুই পাশে প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকাজুড়ে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে। সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। বন্ধ হয়ে যায় মহাসড়কে যান চলাচল।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, ফকিরপাড়া এলাকায় ইজিবাইক আটকানোর জন্য

দেওয়া ব্যারিকেড তুলে নিতে হবে এবং তাদের নির্বিঘ্নে চলাচলের সুযোগ দিতে হবে। একই সঙ্গে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার বাইরে ইজিবাইক চলাচল বন্ধ এবং মহাসড়কে চলাচলকারী লেগুনা বন্ধের দাবিও জানান তারা।

খবর পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) প্রভাষ কুমার বসু, এসআই উত্তম ও এসআই প্রদীপ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। তবে দীর্ঘ সময় অবরোধ চলায় মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়নি।

পরে দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাভলী ইয়াসমিন এবং দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু ঘটনাস্থলে গিয়ে ইজিবাইক চালকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তারা চালকদের আশ্বস্ত করে জানান, বিষয়টি জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যারিকেড তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রশাসনের আশ্বাসের পর ইজিবাইক চালকেরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। এরপর মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

অবরোধের কারণে রোগীবাহী অ্যাম্বুলেন্স, শিক্ষার্থীসহ সাধারণ যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন। দীর্ঘ সময় মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকায় চুয়াডাঙ্গা-দর্শনা সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

দর্শনায় মশাল মিছিলের মামলায় যুবলীগ নেতাসহ গ্রেফতার ৬

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানা এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের মশাল মিছিল, সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ড ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের অভিযোগে দায়ের করা মামলার আসামি পৌর যুবলীগ নেতা ফলেহার হোসেন (৪২)সহ ওয়ারেন্টভুক্ত ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে দর্শনা থানা পুলিশের পৃথক

অভিযানে বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার ফলেহার হোসেন দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার রামনগর গ্রামের মৃত রমজান মন্ডলের ছেলে। তিনি দর্শনা পৌর যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

গ্রেফতার অন্যরা হলেন—মো. ঝন্টু (৪৭), লিটন (৩৮), মোতালেব হোসেন (৪০), লিমন ওরফে আলফাজ (৪৫) ও শাওন ইসলাম (২২)।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) মোখলেসুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গত ৩ সেপ্টেম্বর রাতে দর্শনা থানা এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা একটি মশাল মিছিল বের করেন। এ ঘটনায় সরকারবিরোধী মিছিল ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে মামলা করা হয়। ওই মামলায় ফলেহার হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া পৃথক অভিযানে পাঁচজন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারদের রোববার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে। সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দর্শনা থানা পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

ভারতে যাওয়ার পথে দর্শনা ইমিগ্রেশনে গোদাগাড়ী পৌর আ.লীগ নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় রাজশাহীর গোদাগাড়ী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. নাসিমুল ইসলামকে আটক করেছে ইমিগ্রেশন পুলিশ।

রোববার বেলা ১১টার দিকে তাকে আটক করা হয়। তিনি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার ভগবন্তপুর গ্রামের আব্দুল হাইয়ের ছেলে।

দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নাসিমুল ইসলামের

বিরুদ্ধে গোদাগাড়ী মডেল থানায় একটি মামলা রয়েছে।

দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) তুহিন মিয়া জানান, গোদাগাড়ী থানা পুলিশের অধিযাচনের ভিত্তিতে তাকে আটক করা হয়। ২০২৪ সালের ৬ ডিসেম্বর করা ওই মামলায় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় হত্যাচেষ্টা, বিস্ফোরক দ্রব্যসহ বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয়েছে।

দামুড়হুদায় ৫ ছাগল চুরি; স্বীকারোক্তির ভিডিও ধারণ করায় হামলা, গুরুতর আহত ১

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ছাগলের খামার থেকে পাঁচটি ছাগল চুরির ঘটনায় অভিযুক্তদের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও স্বীকারোক্তির ভিডিও ধারণ করায় এক ব্যক্তির ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। হামলায় রানা (৪৩) নামে এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। তার মাথায় ১০টি সেলাই দেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী রানা দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি লিখিত এজাহার দায়ের করেছেন। তিনি কুড়ালগাছি বাজারপাড়ার মৃত আব্দুল মতালেবের ছেলে।

এজাহারে অভিযুক্তরা হলেন কার্পাসডাঙ্গা নতুনপাড়ার জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে ফেরদৌস আলী (৫০) ও মামুন হোসেন (৩২)। এছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও ৬/৭ জনকে আসামি করা হয়েছে।

এজাহার সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা থানার পাটাচোরা গ্রামের শেখপাড়ায় রানার ভাগ্নে আব্দুল্লাহ-আল-মামুনের একটি ছাগলের খামার রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টা থেকে শুক্রবার সকাল ৭টার মধ্যে ওই খামার থেকে চারটি গাভি ও একটি মেড়া ছাগলসহ মোট পাঁচটি ছাগল চুরি হয়। চুরি যাওয়া ছাগলগুলোর আনুমানিক বাজারমূল্য এক লাখ টাকা বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরবর্তীতে স্থানীয়ভাবে খোঁজখবর নিয়ে রানা জানতে পারেন, এ ঘটনায় ফেরদৌস আলী ও মামুন হোসেন জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

পরে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে তিনি অভিযুক্তদের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এ সময় তারা চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন বলে এজাহারে দাবি করা হয়েছে। ওই স্বীকারোক্তির ভিডিও ধারণ করা হয়।

এজাহারে আরও বলা হয়, ভিডিও ধারণ করে ফেরার পথে শুক্রবার বিকেল আনুমানিক ৩টার দিকে দামুড়হুদার বাঘাডাঙ্গা গ্রামের রাইসা ভাটার পাশে একটি চায়ের দোকানে অবস্থান করছিলেন রানা। এ সময় অভিযুক্তরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে ধারালো রামদা, লোহার রড ও জিআই পাইপ নিয়ে তার ওপর হামলা চালায়।

অভিযোগ অনুযায়ী, মামুন হোসেনের নির্দেশে ফেরদৌস আলী ধারালো রামদা দিয়ে রানার মাথায় কোপ দেন। এতে তার মাথার ডান পাশে গুরুতর কাটা জখম হয় এবং ১০টি সেলাই দিতে হয়। এ সময় অন্য অভিযুক্তরা লোহার রড ও জিআই পাইপ দিয়ে তার মাথা, ঘাড়, পিঠ ও হাতে এলোপাতাড়ি মারধর করে বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সময় ফেরদৌস আলী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী জাহাঙ্গীর আলম (৩৩)-এর কাছে থাকা চুরির স্বীকারোক্তির ভিডিও ধারণকৃত একটি ভিভো স্মার্টফোন ছিনিয়ে নেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

পরে স্থানীয়দের সহায়তায় রানা উদ্ধার হয়ে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নেন। হামলাকারীরা তাকে প্রকাশ্যে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে বলেও এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন বলেন, “লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

ছাত্র আজমুল হত্যার বিচারের দাবিতে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন

খুলনার নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও চুয়াডাঙ্গার সন্তান আজমুল হোসেন হত্যার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে সাধারণ শিক্ষার্থী ও নিহতের পরিবারের উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি চুয়াডাঙ্গা শহরের কোর্টমোড় প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা আজমুল হত্যার বিচার চেয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

মানববন্ধনে নিহতের বাবা কুতুবউদ্দিন ও মা আসমা খাতুন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, “অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছিলাম। কিন্তু ভাত চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাদের ছেলেকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই হত্যাকাণ্ডকে আত্মহত্যা হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ঘটনার চার দিন পার হয়ে গেলেও এখনো আসামিরা ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমরা জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।”

সমাবেশে স্বজন ও স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে আসামিদের গ্রেপ্তার ও দৃশ্যমান আইনি পদক্ষেপ নেওয়া না হলে সাধারণ শিক্ষার্থী ও পরিবারের পক্ষ থেকে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

মানববন্ধনে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোমিন মালিতা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুয়েল মাহমুদ, শিক্ষক আবু দেলোয়ার মুন্না, পরিবেশ সংগঠক আহসান হাবিব শিবলু এবং চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলামসহ আরও অনেকে।

চুয়াডাঙ্গায় নিখোঁজের ৫ দিন পর যুবকের মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে নিখোঁজের পাঁচ দিন পর মামুন হোসেন নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার দুপুরের দিকে উপজেলার উথলী গ্রামের একটি পুকুরপাড়ের আমগাছ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে জীবননগর থানা পুলিশ। নিহত মামুন উথলী আখসেন্টারপাড়ার আনসার আলীর ছেলে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে মামুন নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাননি। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরা করতেন বলে পরিবার ও স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

প্রাথমিকভাবে পুলিশ ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে ধারণা করছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সোলায়মান শেখ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মরদেহ উদ্ধারের তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

দর্শনায় সন্দেহভাজন গাড়িতে তল্লাশি, ৩৫ পিস স্ক্যাফ সিরাপ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন আকন্দবাড়িয়া এলাকায় একটি সন্দেহভাজন গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩৫ পিস স্ক্যাফ সিরাপ উদ্ধার করেছে

স্থানীয় মাদকবিরোধী যুবসমাজ। তবে অভিযানের উপস্থিতি টের পেয়ে কথিত মাদক ব্যবসায়ী ঘটনাস্থল থেকে কৌশলে পালিয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে আকন্দবাড়িয়া এলাকায় একটি গাড়ির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে মাদকবিরোধী যুবসমাজের সদস্যরা গাড়িটিতে তল্লাশি চালান। এ সময় গাড়ির ভেতরে থাকা একটি ব্যাগ থেকে ৩৫ পিস স্ক্যাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়।

তল্লাশির বিষয়টি টের পেয়ে গাড়ির চালক বা গাড়িতে থাকা কথিত মাদক ব্যবসায়ী দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে স্থানীয়রা জানান।

এলাকাবাসী জানান, সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় আকন্দবাড়িয়াসহ দর্শনার বিভিন্ন রুটে মাদক চোরাকারবারিদের তৎপরতা রোধে তরুণরা দীর্ঘদিন ধরে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে আসছেন।

অভিযানে উদ্ধার করা মাদক থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। পলাতক ব্যক্তিকে শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে দর্শনা থানা পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানা গেছে।

চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন সীমান্তে চোরাচালানবিরোধী বিশেষ অভিযান ৮২ লাখ টাকার মালামাল জব্দ

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে চোরাচালানবিরোধী বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদকদ্রব্যসহ ৮১ লাখ ৭০ হাজার ৬৫০ টাকা মূল্যের ভারতীয় মালামাল জব্দ করেছে বিজিবি।

শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিজিবির পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির অধীন দর্শনা, মুন্সিপুর, বড়বলদিয়া, মুজিবনগর, বুড়িপোতা, রুদ্রনগর, জগন্নাথপুর ও ঠাকুরপুর বিওপির টহল দল সীমান্তবর্তী

বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মালামাল জব্দ করে।

জব্দ করা পণ্যের মধ্যে রয়েছে ৬৮ বোতল ভারতীয় মদ, ১০৫ বোতল ভারতীয় ইস্কাপ সিরাপ, ৭ হাজার ৬৮০টি ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট, বিভিন্ন ধরনের ৪ হাজার ৫৯০টি ভারতীয় ওষুধ, ৬৩০টি ভারতীয় ইনজেকশন, ৩৬টি সাইপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট ও ২০টি ভায়াক্রাম ট্যাবলেট জব্দ করে।

চুয়াডাঙ্গার মাথাভাঙ্গা নদী থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার মাথাভাঙ্গা নদী থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সকাল ৮টার দিকে মাথাভাঙ্গা নদী থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ।

উদ্ধার হওয়া ব্যক্তির পরনে কালো রঙের টি-শার্ট ছিল। তার বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি মাথাভাঙ্গা নদীতে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির লাশ পানিতে ভাসতে দেখেন। এ সময় তারা চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মাথাভাঙ্গা নদী থেকে ওই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মারুফ হোসেন লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘উদ্ধার হওয়া লাশটির কোনো পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। পরিচয় শনাক্তের জন্য সদর থানা পুলিশের পাশাপাশি পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) সদস্যদের ডাকা হয়েছে। বর্তমানে লাশটি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।’

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে দ্বিতীয় পর্যায়ে বনজ গাছ বিতরণ

“সবুজ হোক আমাদের পরিবেশ, বাঁচুক আমাদের আগামী প্রজন্ম” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ হাজার ২০০টির বেশি বনজ গাছ বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদ চত্বর থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রতিনিধিদের হাতে এসব গাছ তুলে দেওয়া হয়।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং ইউনিয়নের বিভিন্ন গোরস্থান সবুজায়নের লক্ষ্যে গাছগুলো বিতরণ করা হয়। গাছের পাশাপাশি চারা সংরক্ষণ ও রোপণের সুবিধার্থে বাঁশের খুঁটি এবং প্লাস্টিকের টিউব পাইপও বিতরণ করা হয়েছে। হাউলী ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের গোরস্থানগুলোতে এসব বনজ গাছ রোপণ করা হবে।

আয়োজকরা জানান, শুধু গাছ বিতরণ করাই নয়, গাছগুলো যাতে সঠিকভাবে বেড়ে ওঠে, সেজন্য রোপণের পর নিয়মিত পরিচর্যার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গোরস্থানগুলোতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে, অন্যদিকে এলাকাগুলোও হয়ে উঠবে সবুজ ও মনোরম।

গাছ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি সলেমান মল্লিক, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওয়াহিদুজ্জামান, ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, শাহজামাল ও রিকাত আলীসহ বিভিন্ন গোরস্থানের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা।

উল্লেখ্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার “৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ” কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।